দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৪।৭।৮২

খাল খনন অব্যাহত থাকলে খাদ্য উৎপাদন দু'কোটি টনে দাঁড়াবে

দেশব্যাপী খনন কর্মসূচীর অধীনে খননকৃত খাল ও এর শাখা-সমূহ কৃষি উৎপাদন শতকরা ৭ দশমিক শূন্য ৯ ভাগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে এবং এর ফলে মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির অবদান ৫৫ দশমিক ৫৩ ভাগে উন্নীত হয়েছে বলে শনিবার বাসস জানিয়েছে।

১৯৭৯-৮০ সালে জিডিপিতে কৃষির অংশ ছিল ৫৪ দশমিক ৪৩ ভাগ। পরিকল্পনাকারীরা বলেন যে খাল খননের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ৮১ লাখ একর জমিতে পানি সেচ নিশ্চিত করা গেলে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষ নাগাদ কৃষি উৎপাদন দু কোটি টনে উন্নীত করার লক্ষ্য অর্জন কষ্টসাধ্য হবে না।

কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলেন যে খাল খনন কর্মসূচী ইতিমধ্যেই দেশে এক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন এনে দিয়েছে এবং এককালের প্রাচুর্যের দেশ বাংলাদেশের পল্লী এলাকার জন্য আশার প্রদীপ জ্বলে উঠেছে।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে ১৯৭৯-৮০ সালে খাল খনন কর্মসূচী হাতে নেয়ার আগে চাষাবাদ-যোগ্য মোট আড়াই কোটি একর জমির মধ্যে শতকরা মাত্র ১০ ভাগ অর্থাৎ ২৫ লাখ একর জমি সেচ নেটওয়ার্কের মধ্যে রয়েছে, কর্মসূচীর পর এই খাল নেটওয়ার্ক বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল জমিকে সেচের সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছে। এসব জমি যেখানে বছরে একবার ফসল ফলানোর উপযোগী ছিল এখন সেখানে বছরে তিন বার ফসল উৎপাদন হচ্ছে।

(প্রথম পৃঃ পর)

বিশেষজ্ঞরা বলেন যে এসব খাল গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরুর দেশ সোনার বাংলার পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

সরকার ১৯৮৫ সালের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার প্রচেষ্টা হিসাবে একটি বিশেষ কর্মসূচীর অধীনে দেশব্যাপী খাল খনন ও পুনর্খনন অভিযান পরিচালনা করছেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করতে শুষ্ক মওসুমে সেচের সুযোগ-সুবিধা উন্নয়নের জন্য সাধারণভাবে জনগণ, বিশেষ করে কৃষকদের সেচ খাল খননে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে জনগণের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে তিনি দেশের প্রায় প্রতিটি থানা এবং পল্লীর গুরুত্বপূর্ণ বাজার এলাকা সফর করেন।

তবে এ কর্মসূচীতে খাল খননে অংশগ্রহণকারী ভূমিহীন কৃষক ও দিনমজুরদের মধ্যে বিতরণের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় থেকে সরকারী দান হিসাবে মোট খরচের শতকরা ১৫ ভাগ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

শুরুতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে ৭১টি মহকুমার প্রতিটিতে অন্তত একটি করে খাল পুনর্খননের জন্য হাতে নেয়া হবে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মানিকগঞ্জ মহকুমার কাশাদহ গ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসূচী উদ্বোধন করেন।

স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের ধারণা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বিভিন্ন মহলের সমালোচনার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও খাল খনন কর্মসূচীর প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের সংখ্যা ২৫০-এ উন্নীত হয়।

কৃষক, ছাত্র, আনসার, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্য এবং স্বনির্ভর গ্রাম সরকার কর্মসূচীতে গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করেন। পল্লী এলাকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আমলাও প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করতে প্রকল্প স্থানে সমবেত হন।

প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তিতে ৬৭৫ মাইল খাল খনন করা হয়। খননকৃত খালের সংখ্যা ১৯৩। এতে শুষ্ক মওসুমে ৫ লাখ ৫২ হাজার একর জমিতে পানি সেচের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক ৬৬ কোটি ৭৩ লাখ ঘনফুট মাটি কাটার কাজে অংশ নেন।

খাল খননের তাৎক্ষণিক ও সুস্পষ্ট ফল হিসেবে অতিরিক্ত ফসল কাটা সম্ভব হওয়ায় পরবর্তী বছর দেশব্যাপী খাল খনন কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ে জনগণ আরো ব্যাপকভাবে এবং আরো উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে বছরে দুবার ধানসহ অন্তত তিনটি ফসল উৎপাদন করতে ১৫ লাখ ৫০ হাজার একর জমি সেচ কম্যান্ডের আওতায় আনতে লম্বায় দু হাজার ৯শ ৬১ মাইল মোট ৮শ ৬৫টি খাল খনন প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে ২৩২ কোটি ৯০ লাখ ঘনফুট মাটি কাটার কাজে অংশগ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার ফরিদপুরের একটি গ্রামে খাল খনন কর্মসূচীর বর্তমান পর্যায় উদ্বোধন করেন। গত নবেম্বরে এ পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। এ পর্যায়ে খনন ও পুনর্খননের জন্য ৬শ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে অতিরিক্ত কাজ হিসেবে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে খননকৃত খালগুলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও নেয়া হয়েছে।

জনগণের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় পর্যায়ে প্রকল্পের সংখ্যা ৬৮৪-তে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ২৩০টি প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ পর্যন্ত ৬ কোটি ঘনফুটের বেশী মাটি কাটা হয়েছে। বাকী প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দু হাজার ৬শ মাইল লম্বা ৬৮৪টি অনুমোদিত খালে ২৩০ কোটি ঘনফুট মাটি কাটা হবে। এসব প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে ১৩ লক্ষ একরের বেশী জমি শুষ্ক মওসুমে সেচের আওতায় আসবে।

সরকার খাল থেকে পানি তুলতে প্রয়োজনীয় পাওয়ার পাম্প সরবরাহ করবেন। নয়া খালে যারা উপকৃত হবেন তারা খাল এলাকায় কৃষক সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে পরিশেষে এসব পাওয়ার পাম্পের মালিক হবেন।

সরকারী সূত্র বলেন যে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে খাদ্য উৎপাদন দু কোটি টনে বৃদ্ধির জাতীয় লক্ষ্য অর্জন বহুলাংশে ১৯৭৯-৮০ সালের ৩১ লাখ একরের বেঞ্চমার্ক লেভেলের তুলনায় প্রায় ৭০ লাখ একর জমিতে পানি সেচ সম্প্রসারণের উপর নির্ভরশীল।

দেশব্যাপী খাল খনন কর্মসূচীর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ২১ লাখ ২০ হাজার একর জমি সেচ কমান্ডের আওতায় এসেছে এবং তৃতীয় পর্যায় সমাপ্ত হলে আসবে আরো ১৩ লাখ একর।

সূত্র বলেন যে বরাদ্দকৃত ১১ হাজার ৫শ সেচ পাম্পের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৭ হাজার পাম্প বিভিন্ন প্রকল্প স্থানে বসানো হয়েছে।

সূত্র আরো বলেন যে সরকার দেশব্যাপী স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন কর্মসূচী অব্যাহত রাখবেন।